সংবাদ

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মনিরামপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটি টাকার বইবাণিজ্য

উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা

মনিরুজ্জামান টিটো, মনিরামপুর (যশোর)

মণিরামপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্ডেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোতে বিভিন্ন প্রকাশনীর বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করে শিক্ষার্থীদের কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চড়া দামে বই কিনতে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন অভিভাবকরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে ম্যানেজ করে কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলো।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, মণিরামপুর উপজেলায় ১১৯টি নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭০টি মাদ্রাসা এবং প্রায় অর্ধশত কিন্ডারগার্ডেন রয়েছে। যেখানে মাধ্যমিক ও দাখিল পর্যায়ে ৩৭ হাজার ৩৩৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হলেও বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি ব্যাকরণ ছাড়াও গাইড বই, টেস্টপেপার, বাংলা ও ইংরেজি দ্রুত পঠন বাজার থেকে কিনতে হয়।

প্রি-ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্ডেন পর্যায়ে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। যেখানে প্লে-গ্রুপ, নার্সারি, কেজি ওয়ান, কেজি টু, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে প্লে-গ্রুপ থেকে কেজি টু পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। এই চার স্তরে হাসান বুক ডিপো, স্যামসদ প্রকাশনী, ইমতিহাম, আল-ফাতহা, জননী প্রকাশনী, হামিদিয়া ও পুস্তক ভবন কোম্পানির বই পড়ানো হয়। যার প্রতি সেটের মূল্য ৭'শ-১২'শ টাকা। সেই হিসেবে এ স্তরেই কয়েক কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। অপরদিকে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এনসিটিবি'র বইয়ের বাইরে সরকারি অনুমোদনহীন উল্লেখিত কোম্পানির আরও ৫/৬টি বই পড়ানো হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার বেশি।

অভিভাবকদের অভিযোগ এসব বই ৫-১০ পৃষ্ঠা। যার মূল্য ১০ থেকে ২৫ টাকা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সেই একই বইয়ের মূল্য ১'শ থেকে ২'শ টাকা হওয়ায় হতবাক করেছে অভিভাবকদের। এসব প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এমনকি সমিতির নেতৃবৃন্দ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিভিন্ন উপঢৌকন স্বরূপ বাড়িতে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে মোটরসাইকেল পর্যন্ত কিনে দেওয়ার গুঞ্জন রয়েছে প্রকাশনীর বিরুদ্ধে। তাদের সঙ্গে দর কষা-কষিতে যাদের কাছ থেকে তুষ্ট হয়, তাদের বই কিনতে বাধ্য করা হয় শিক্ষার্থীদের। এতে শিক্ষক সমিতি'র নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পকেট ভারী হলেও প্রতারিত হচ্ছে অভিভাবকরা।

অভিভাবক আবু দাউদ জানান, নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য করায় শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা জাতি। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্যামসাদ প্রকাশনীতে কর্মরত এক প্রতিনিধি জানান, আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তেমন কোন অনুদান দিই না। তবে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা না দিলে অন্য কোম্পানির বই চালাবে। অন্যদিকে অপর এক প্রকাশনীর প্রতিনিধি বলেন, চুক্তি মূলত আমরা করি না, কোম্পানির বসরা শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যা করার করে।

মণিরামপুর শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আবদুর রাজ্জাকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রকাশনির বই চালানোর ব্যাপারে আমরা সমিতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উন্নয়ন ফান্ডে কিছু অনুদান সমিতির মাধ্যমেই নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আকরাম হোসেন খান জানান, এনসিটিবি অনুমোদিত বই ছাড়া সবই সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে কোন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার নেই। তারপরও যদি কোন প্রতিষ্ঠান অনুমোদন বিহীন বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে তাহলে অভিযোগ পেলে সে সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।